যুগান্তর

তারিখ ... 17 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

অবশেষে ৯০টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

মুশতাক আহমদ

একাধিকবার তদন্ত এবং পরিদর্শনের পরও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর ব্যাপারে সরকার একই ধরনের তথ্য পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠান। ভর্তি করছে শিক্ষার্থী। মান নিম্নমানের। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত ৯০টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিএড কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম চললেও এদের সে অনুমতি দেয়া হবে না, উপরন্তু যে কোন সময়ে প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা পাঠানো হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ নির্দেশনা দেয়ার পত্র পাঠাচ্ছে বলে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, প্রথম দফায় পরিদর্শন ও তদন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পুনরায় একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত চালিয়েছে। এ পর্যন্ত এক ডজন প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনে আগের মতো একই চিত্র মিলেছে। আর এ কারণেই সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত বহালের দিকে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব কলেজকে সরকার ইতিমধ্যে নিম্নমানের ও ব্যবসাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে তারা একাট্টা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নানাভাবে তদবির করাচ্ছে তারা। এক্ষেত্রে অনেকে ভোল পাল্টিয়ে নব্য আওয়ামী লীগার সেজেছে। প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় কলেজ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

কলেজ : বন্ধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা সচিব, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানসহ সরকারের দফতরে প্রভাবশালীদের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্টরা ধরনা দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সরকার চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০০৯-১০) সারাদেশে ৬ হাজার শিক্ষককে বিএড প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষকদের নির্বাচন করে পত্র দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষককে বিভিন্ন সরকারি কলেজে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যেক শিক্ষককে সরকার ১০ হাজার করে টাকা দেবে 'ট্রেনিং গ্রান্ট' হিসেবে। আর প্রশিক্ষণার্থীর অনুপস্থিতির কারণে তার প্রতিষ্ঠান যাতে শিক্ষক সংকটে না পড়ে সে জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানকে আরও ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে গত এপ্রিল মাসে পত্র দেয়া হয়েছে। এসব অর্থ ব্যয় হবে প্রকল্প থেকে। বেসরকারি কলেজের উদ্যোক্তারা ওই প্রকল্পের বিরুদ্ধেই বর্তমানে বিষোদগার করছেন।

১১ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী মানহীন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যারা বিএড-এমএড ডিগ্রি বিলাচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীর নির্দেশের পরের সপ্তাহেই মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৯টি কলেজের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত জানানো হয়। সূত্র জানায়, ওই নির্দেশনায় মন্ত্রীর নির্দেশের দু'মাস আগে (২০০৮ সালের ডিসেম্বর) মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কলেজে পরিদর্শন করানো রিপোর্টকে ভিত্তি হিসেবে নেয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্তে তারা ১১৯টি কলেজের মধ্যে ৩৮টিকে এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দেয়। আরও ৩৭টিকে নিম্নমানের বা 'ধূসর' আর ১৫টিকে অপেক্ষাকৃত ভালো বা 'সবুজ' মার্কে বিবেচনা করা হয়। এর ৩৭টিকে চূড়ান্ত সতর্কতা প্রদান এবং ১৫টিকে মানোন্নয়নের জন্য বলার কথা। রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ১৭টি কলেজ যথাযথভাবে শিক্ষাদান করছে। আর বাকি ১২টির কোন হদিসই পায়নি কমিটি। রিপোর্টে বেশিরভাগই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিম্নমানের শিক্ষাদান করে চলেছে বলে অভিযোগ করা হয়।

বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এসোসিয়েশনের সভাপতি নবী আলী জানান, আসলে ফিবছরই ভর্তি মৌসুম এলে এভাবে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়, যাতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা না যায়। তিনি প্রথম রিপোর্টটিকে একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বলেও দাবি করেন।